প্রথম আলো

তারিখ 28 MAY 2012
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

নিবন্ধিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দাবি পূরণ হচ্ছে

নীতি প্রণয়নের নির্দেশ প্রধানমন্ত্রীর

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রাথমিক শিক্ষার অধিকতর উন্নয়নে নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণ বিষয়ে নীতি প্রণয়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন।

গতকাল রোববার সকালে তাঁর কার্যালয়ে বাংলাদেশ বেসরকারি প্রাথমিক শিক্ষক পরিষদের (বিএনপিটিইউসি) প্রতিনিধিদলের সঙ্গে বৈঠককালে প্রধানমন্ত্রী এ নির্দেশ দেন। খবর বাসসের।

শেখ হাসিনা বৈঠকে বলেন, তাঁর সরকার দেশের সব নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় তিন দফায় জাতীয়করণের ব্যাপারে নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে। প্রস্তাবিত নীতির আওতায় সরকার আগের অনুমতি ছাড়া কোনো প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেবে না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, সরকার সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করছে। কারণ কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন অর্জনে এর বিকল্প নেই। এ প্রসঙ্গে তিনি দেশের শিক্ষাব্যবস্থার অধিকতর উন্নয়নে সময়োপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়নসহ সরকারের নেওয়া বিভিন্ন পদক্ষেপের কথা তুলে ধরেন।

নতুন শিক্ষানীতি প্রসঙ্গে শেখ হাসিনা বলেন, প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা, জেএসসি ও জেডিসি পরীক্ষাব্যবস্থা চালুর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পাবলিক পরীক্ষা নিয়ে ভীতি দূর হয়েছে এবং পাসের হারও বেড়েছে ব্যাপকহারে।

এ বছর অনুষ্ঠিত এসএসসি পরীক্ষার চমৎকার ফলাফলের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন, ভবিষ্যতে পাসের হার ১০০ ভাগে উন্নীত হবে। তিনি প্রাথমিক শিক্ষাকে শিক্ষার মূল ভিত্তি উল্লেখ করে এই শিক্ষা কার্যক্রম আরও জোরদার করার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী আফছারুল আমিন, প্রতিমন্ত্রী মোতাহার হোসেন, আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য সাংসদ মহীউদ্দীন খান আলমগীর, প্রধানমন্ত্রীর একান্ত সচিব নজরুল ইসলাম খান, পরিষদের উপদেষ্টা মনসুর আলী, চেয়ারম্যান আমিনুল ইসলাম, কো-চেয়ারম্যান আব্দুস সালাম মিয়া, সদস্যসচিব আবদুর রহমান বাক্কু ও যুগ্ম সদস্যসচিব মাহবুব আলম বক্তৃতা করেন।

দেশে বর্তমান ২২ হাজার ৯৬১টি নিবন্ধিত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় রয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে ৯০ হাজার শিক্ষক ও ৪১ লাখ ছাত্রছাত্রী রয়েছে।